২০০০ ইং সনের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, (২০০০ সনের ৮ নং আইন) এর কতিপয় ধারা সমূহের প্রস্তাবিত সংশোধনী সংক্রান্ত প্রতিবেদন

ভূমিকা

সমাজবদ্ধ মানুষের মধ্যকার সৃষ্ট 'অপরাধ' সমূহ রোধকল্পে ও সমাজে শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার লক্ষ্যে আমাদের দেশে সর্বপ্রথম ১৮৬০ সালে দন্ডবিধি আইন (১৮৬০ সালের ৪৫ নং আইন) নামে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়। দন্ডবিধি আইনটি নারী ও পুর"ষ উভয়ের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। নারী নির্যাতনের বিষয়গুলো সর্বপ্রথমে বিধিবদ্ধ রূপ লাভ করে ১৮৬০ সালের এই দন্ডবিধি আইনের মধ্যে। এই আইনের মধ্যেই সমাজে নারীদের উপর সংঘটনযোগ্য সাধারন অপরাধ যেমন ধর্ষণ, নারী অপহরণ, নারীর উপরে আঘাত, এসিড নিক্ষেপ ইত্যাদি সহ সমাজে সংঘটনযোগ্য সকল প্রকার অপরাধের সংজ্ঞা দেওয়া এবং এই সকল অপরাধ সম□হের শাস্ি□ বিধানের মাত্রা অপরাধের বিভিন্নতা অনুসারে নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শত বৎসরের উর্দ্ধকাল যাবত এই আইন অনুযায়ী নারী ও পুর"ষের উপর সংঘটিত সকল প্রকার অপরাধের বিচার ও শাস্ি□ প্রদান করা হইয়া আসিতেছে। কিন্তু সামাজিক বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বর্তমান সময়ে নারী ও শিশুদের উপর অপরাধ সংঘটন ও নির্যাতনের মাত্রা এবং অপরাধ প্রবনতা বৃদ্ধি পাইয়া চলিতেছে।

নারী ও শিশুদের উপর নির্যাতন অধিক মাত্রায় প্রসারিত হওয়ার কারণে বিভিন্ন নারী সংগঠন নারীর প্রতি বৈষম্য ও বহুমাত্রিক নির্যাতনম□লক আচরণের চিত্র তুলিয়া ধরিয়া নারী নির্যাতন রোধকল্পে সঠিক শাস্ি□ বিধান সম্বলিত বিশেষ বিশেষ আইন প্রণয়নের দাবী উত্থাপন করিতে থাকেন। নারী সমাজের এই সোচ্চার ও জোরালো দাবীর প্রেক্ষিতে ১৯৮০ সনে যৌতুক নিরোধ আইন (১৯৮০ সনের ৩৫ নং আইন) নামে নারীদের জন্য সর্বপ্রথম একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইনে শুধুমাত্র যৌতুক দেওয়া-নেওয়া ও যৌতুকের দাবিতে নারীর উপর নির্যাতন করাকে শাস্ি□যোগ্য অপরাধ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করিয়া সেই সকল অপরাধের শাস্ি□র বিধান করা হইয়াছে।

ক্রমঅবনতিশীল সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীদের উপর নির্যাতনের নব নব ধরণ ও মাত্রা দন্ডবিধি আইনে নির্ধারিত শাস্ি□র দ্বারা রোধ করা দুস্কর হওয়ায়, নারী সমাজের বিভিন্ন দাবীর প্রেক্ষিতে সরকার ১৯৮৩ সনে নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্ি□) অধ্যাদেশ (১৯৮৩ সনের ৬০ নং অধ্যাদেশ) নামে একটা আইন জারী করেন। কিন্তু এই আইন কার্যকর হওয়ার পর এই আইনের মধ্যে কিছু কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইতে থাকে। এই আইনের অধীনে সংজ্ঞায়িত অপরাধ ও

অপরাধের শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ন ও অসম্পূর্ন হওয়ার কারণে নারী নির্যাতনের অপরাধ দমনে আইনটি কার্যকর ভূমিকা পালন করিতে পারে নাই বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে। ফলশ্রুতিতে এই আইনের পরিসর বৃদ্ধি এবং সময়ের সাথে সাথে নারীর প্রতি বিরাজমান অন্যান্য অপরাধের আধিক্যের কারণে নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতামূলক অপরাধ সমূহ রোধকল্পে একটা কঠোর ও পূর্নাঙ্গ আইন প্রণয়নের আবশ্যকতায় বিভিন্ন নারী সমাজ এই আইনের বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতিসহ ইহার প্রায়োগিক সীমাবদ্ধতা উলে-খ করিয়া ত্রুটি মুক্ত একটি ভিন্ন কার্য্যকর আইন প্রণয়নের দাবী উত্থাপন করিতে থাকেন। এই অবস্থা বিবেচনাক্রমে ১৯৯৫ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন (১৯৯৫ সালের ১৮ নং আইন) নামে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা হয় এবং এতদ্বারা ১৯৮৩ ইং সালের ৬০ নং অধ্যাদেশটি রহিত করা হয়। পরবর্তীতে মামলা পরিচালনাকালে এই আইনেরও কতিপয় সীমাবদ্ধতা, অসংগতি ও ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইতে থাকে। নারী সমাজ আইনটির ফাঁকফোকর ও সীমাবদ্ধতার বিষয় সমূহ চিহ্নিত করিয়া প্রয়োজনীয় সংস্কার দাবী করিতে থাকেন। অতঃপর ১৯৯৫ সালের এই আইনটিরও সীমাবদ্ধতার কারণে এবং নারী ও শিশু নির্যাতন কার্যকরভাবে দমন করার লক্ষ্যে সরকার ২০০০ সনে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (২০০০ সনের ৮ নং আইন) নামে একটি পূর্ণাঙ্গ আইন পাশ করেন এবং ১৯৯৫ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইনটি বিলুপ্ত করেন। ইহাই বর্তমানে নারী ও শিশু নির্যাতন দমনের জন্য প্রচলিত আইন হিসাবে বলবৎ আছে।

বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি ২০০০ইং সনের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন বিষয়ে কিছু গবেষণামূলক কার্য পরিচালনা করেন। তাহাদের এই গবেষণায় ২০০০ ইং সনের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের কিছু কিছু ধারা সমূহের প্রায়োগিক ত্রুটি বিচ্যুতি ও অসংগতি সমূহ উলে-খ পূর্বক আইনটির প্রয়োজনীয় সংশোধনের প্রস্তাব সম্বলিত একটি পুস্তক ২০০২ ইং সনে প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে বর্ণিত ধারা সমূহের বিশে-ষন ও পর্যালোচনার আলোকে সরকার ২০০৩ ইং সালে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের কিছু কিছু সংশোধন আনয়ন পূর্বক নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন (২০০৩ সনের ৩০ নং আইন) নামে একটি সংশোধনী আইন প্রণয়ন করেন। এই সংশোধনী আইন এবং বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবি সমিতি কর্তৃক গবেষণা ও বিশে-ষন মূলক পুস্তকটি পর্যালোচনা ক্রমে আমরা আরো কিছু ধারা সমূহের ছোট খাটো সংশোধনের প্রয়োজন অনুভব করিতেছি যাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

উক্ত আইনের ধারা ৪ এর উপধারা (১), (২), ও (৩) এ দহনকারী ক্ষয়কারী বা বিষাক্ত পদার্থের উলে-খ আছে, কিন্তু আইনের সংজ্ঞায় সকল দহনকারী, ক্ষয়কারী বা বিষাক্ত পদার্থের নাম উলে-খ পূর্বক শ্রেনী বিভাগ করা হয় নাই। প্রায়শঃই দেখা যায়, বাড়ীতে কাজের সাহায্যকারী নারী ও শিশুদের উপর গৃহকর্ত্রীরা গরম পানি, তেল বা গরম খুন্তি দিয়া নির্যাতন করে যাহা নারী বা শিশুর

যে কোন শারীরিক বিকৃতি, অঙ্গহানি বা দৃষ্টিহানি ঘটাইতে পারে। এই আইনে যেহেতু শুধুমাত্র ক্ষয়কারী, দহনকারী ও বিষাক্ত পদার্থ শব্দগুলির উলে-খ রহিয়াছে সেহেতু গরম তেল, গরম পানি বা খুন্ি দ্বারা আহত ভিকটিমদের উপর সংঘটিত এইসব অপরাধের বিচার করা এই আইনে সম্ভব হয় না, তাই উক্ত আইনের ধারা ৪ এর উপধারা (১), (২) ও (৩) এ ক্ষয়কারী, দহনকারী ও বিষাক্ত পদার্থ শব্দগুলির পর ''অথবা এমন অন্য কোন তীব্র জ্বালাদায়ক দহনকারী পদার্থ বা বস্তু" কথাগুলি সন্নিবেশিত করিয়া ধারাটি সংশোধন করা উচিত বলিয়া আমরা মনে করি।

উক্ত আইনের ধারা ৭ এ নারী বা শিশু অপহরণের শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা অনূন্যন ১৪ বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড নির্ধারন করা হইয়াছে। কিন্তু দেখা যায় যে, ১৯৯৫ সনের নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইনের ধারা ৯ এ এইরূপ অপহরণের শাস্তি নির্ধারিত ছিল যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা ১০ বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড যাহা ৭ বৎসরের কম হইবে না। উক্তরূপে ২০০০ সনের নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের ধারা ৭ এ অপহরণের জন্য অনূ্যন ১৪ বৎসরের কঠোর শাস্তির বিধান থাকার কারণে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নানা রকম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় ন্যুনতম শাস্তির পরিমান কিছুটা কমাইয়া উক্ত ধারা ৭ এর প্রয়োজনীয় সংশোধন করিলে ন্যায় বিচার নিশ্চিত হইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি।

এছাড়া আরেকটি উলে-খযোগ্য বিষয় হইতেছে যে, এই আইনে অপহরণের পর নারী বা শিশু হত্যার শাস্তি সংক্রান্ত বিধান অন্তর্ভুক্ত নাই বিধায় এই মর্মেও নারী বা শিশু অপহরণের পর হত্যার শাস্তি সংশোধন পূর্বক ধারা ৭ এর আরো প্রয়োজনীয় সংশোধন করা সমীচীন বলিয়া আমরা মনে করি। উলে-খিত অবস্থার প্রেক্ষিতে নারী বা শিশু অপহরণের সর্বোচ্চ শাস্তি ১৪ বৎসর ও ন্যুনতম শাস্তি ৫ বৎসর করিয়া এবং অপহরণের পর নারী বা শিশু হত্যার দায়ে মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডের শাস্তির বিধান অন্তর্ভুক্ত করিয়া ধারা ৭ এর পরিবর্তে নুতন ধারা ৭ প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন বলিয়া আমরা মনে করি।

উক্ত আইনের ধারা ১০, উপধারা (২) এ যৌন হয়রানির ক্ষেত্রে শুধু নারী শব্দটি অন্তর্ভূক্ত করা হইয়াছে, শিশুকে অন্তর্ভূক্ত করা হয় নাই। কিন্তু ষোল বছর বয়সী কোন ব্যক্তিকে যখন শিশুর পর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে, তখন উক্ত রূপ বয়সসীমার মধ্যে শিশুরা অহরহ যৌন হয়রানির শিকার হইতেছে মর্মে উক্তরূপে শিশুর ক্ষেত্রে যৌন হয়রানির বিষয়টিও এই আইনে অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন। বিধায় "নারীর" শব্দটির পরিবর্তে "নারী ও শিশুর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন পূর্বক ধারাটি সংশোধন করা একান্ত আবশ্যক বলিয়া আমরা মনে করি। এছাড়া এই উপধারায় ন্যুনতম শাস্তি আদালতের এখতিয়ারাধীন থাকা বাঞ্ছনীয় বিধায় উক্তরূপে এই উপধারায় ন্যুনতম শাস্তির বিধান 'দুই বৎসর' শব্দগুলিও বিলুপ্ত করিয়া উপধারাটি সংশোধন করা প্রয়োজন বলিয়া আমরা মনে করি।

উক্ত আইনের ধারা ৪ হইতে ১৪ ধারা সমহের মধ্যে ১১ প্রকারের অপরাধের উলে-খ পঙর্বক প্রত্যেকটি অপরাধের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শাস্ি প্রদানের বিধান করা হইয়াছে। ধারা ৪ এ দহনকরী, ক্ষয়কারী বা অন্যকোন বস্তু দ্বারা কোন নারী বা শিশুকে আঘাত করিয়া মৃত্যু ঘটানো বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করা বা শরীরের কোন স্থানে আহত করা বা বিকৃত করা ইত্যাদি অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী শাস্ির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অন্যদিকে ১১ ধারায় যৌতুকের দাবীতে কোন নারীর মৃত্যু ঘটানো বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করিবার শাস্ির বিধান করা আছে। ১৯ (১) ধারায় এই আইনের অধীনে দন্ডনীয় সকল অপরাধ বিচারার্থ গ্রহনীয় (ঈড়মহরুধনষব) বলিয়া বিধান করা হইয়াছে।

উপরোক্ত ধারা ১১ এর অপরাধ সমঙহ সাধারনত পরিবারের মধ্যে স্ত্রীর উপর সংঘটিত হয়। অন্যদিকে ধারা ৪ এর অপরাধ সমহ যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক নারী বা শিশুর উপর সংঘটিত হওয়া ছাড়াও কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যেমন স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর উপর বা পরিবারের অন্য যে কোন সদস্য কর্তৃক গৃহপরিচারক/ গৃহপরিচারিকার উপর সংঘটিত হইতে পারে বা সচরাচর হইয়া থাকে এবং সেজন্য মামলাও হয়। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে স্ীর উপর কোন আঘাত না করিলেও বা কোন যৌতুক দাবী না করিলেও যৌতুকের দাবীতে আঘাত করা হইয়াছে বলিয়া মিথ্যা মামলাও হইয়া থাকে। যেভাবেই হউক, পারিবারিক উপরোক্ত কোন ঘটনা লইয়া, বিশেষ করিয়া স্বামী-স্ীর মধ্যে সংঘটিত কোন ঘটনা লইয়া কোন মামলা হইলে দেখা যায় যে ১৯ (১) ধারার অপব্যবহারক্রমে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মঙল অভিযুক্ত ব্যক্তি ছাড়াও অভিযুক্ত ব্যক্তির মাতা-পিতা, দাদা-দাদী, এমনকি ভাই-বোনদেরকে পর্যন্ গ্রেপ্তার করিয়া জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়। তাছাড়াও দেখা যায় যে, ধর্ষণ কিংবা যৌনহয়রানির অভিযোগে কোন মামলা হইলে এবং অভিযুক্তকে পাওয়া না গেলে অভিযুক্তের পিতাকে পর্যন্ গ্রেফতার করিয়া জেল হাজতে প্রেরণ করা হয় এবং তাহাদের অনেকদিন জেল হাজতে থাকিতে হয়, যাহা মোটেও বাঞ্চনীয় নহে। কারণ অপরাধের তদন্ের বিষয়ে ১৮ ধারা পাঠ করিলে দেখা যায় যে, মামলার তদন্ কবে শেষ হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। এমতাবস্থায় পারিবারিক কোন ঘটনা বিশেষ করিয়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার কোন ঘটনার অভিযোগের কারণে মল অভিযুক্তের বাবা-মা, দাদা-দাদী বা ভাই-বোনদের অযথা হয়রানি মলক গ্রেপ্তার পর্বক জেল হাজতে রাখা বন্ধ করা উচিত বলিয়া আমরা মনে করি।

উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে এই আইনের ১৯ (১) ধারায় "সকল অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণীয় (পড়মহরুধনষব) হইবে" কথা গুলির পর "তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের আওতায় সংঘটিত হত্যাকান্ডের ঘটনা ব্যতিরেকে স্বামী কর্তৃক স্ীর উপর সংঘটিত অন্য কোন অপরাধের বিষয়ে বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে সংঘটিত অন্য কোন অপরাধের অভিযোগে মামলা হইলে এজাহারে বর্ণিত ঘটনার সংগে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত মল ১ নং অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত পরিবারের অন্য কোন সদস্যকে মামলার তদন্কার্য্য সমাপ্তি অন্ে তাহার বা তাহাদের বির"দ্ধে প্রাইমাফেসি

কেইস না পাওয়া গেলে গ্রেফতার করা যাইবে না" শব্দগুলি যুক্ত করিয়া এই ধারাটি সংশোধন করা প্রয়োজন বলিয়া আমরা মনে করি।

সুপারিশ

আমাদের উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৮ নং আইন) এর কতিপয় ধারার প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন করিবার জন্য আমরা সুপারিশ করিতেছি। তদানুযায়ী সরকারের প্রয়োজনীয় কার্যার্থে একটি নমুনা সংশোধনী খসড়া বিল প্রস্তুত করিয়া সংযোজনী ''ক'' হিসাবে এতদসংগে সংযুক্ত করা হইল।

(ডঃ এম, এনামুল হক)
সদস্য-২

(বিচারপতি মোঃ সিরাজুল ইসলাম)
সদস্য-১

(বিচারপতি মোস্তাফা কামাল)
চেয়ারম্যান

সংযোজনী "ক"

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৮ নং আইন) এর কতিপয় ধারা সম□হের প্রস্□াবিত সংশোধনী সংক্রান্□ খসড়া বিল, ২০০.....

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য প□রণকল্পে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৮ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।- (১) এই আইন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০... নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন**।- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৮ নং আইন) অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উলি-খিত, এর ধারা ৪ এর -

(ক) উপধারা (১) এ "ক্ষয়কারী" শব্দটির পর ''অথবা" শব্দটি বিলুপ্ত হইবে এবং ''কমা" সন্নিবেশিত হইবে এবং ''বিষাক্ত পদার্থ" শব্দটির পর ''অথবা এমন অন্য কোন তীব্র জ্বালাদায়ক দহনকারী পদার্থ বা বস্তু" কথাগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

(খ) উপধারা (২) এ "ক্ষয়কারী" শব্দটির পর ''বা" শব্দটি বিলুপ্ত হইবে এবং ''কমা" সন্নিবেশিত হইবে এবং ''বিষাক্ত পদার্থ" শব্দটির পর ''অথবা এমন অন্য কোন তীব্র জ্বালাদায়ক দহনকারী পদার্থ বা বস্তু" কথাগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

(গ) উপধারা (৩) এ "ক্ষয়কারী" শব্দটির পর ''অথবা" শব্দটি বিলুপ্ত হইবে এবং ''কমা" সন্নিবেশিত হইবে এবং ''বিষাক্ত পদার্থ" শব্দটির পর ''অথবা এমন অন্য কোন তীব্র জ্বালাদায়ক দহনকারী পদার্থ বা বস্তু" কথাগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৩। **২০০০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৭ এর প্রতিস্থাপন**।- উক্ত আইনের ধারা ৭ এর স্থলে নিম্নরূপ ধারা ৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা-

''৭। (১) যদি কোন ব্যক্তি কোন নারী বা শিশুকে তাহার ইচ্ছার বির"দ্ধে তাহার নিজের সহিত বা অন্য কোন ব্যক্তির সহিত জোর প□র্বক বিবাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যে অথবা তাহার ইচ্ছার বির"দ্ধে জোর প□র্বক তাহার নিজের সহিত বা অন্য কোন ব্যক্তির সহিত যৌন কর্মে লিপ্ত হইতে প্রলুব্ধ করার উদ্দেশ্যে অপহরণ করেন তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে অথবা অনধিক চৌদ্দ বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে কিন্তু অন□্যন পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

(২) যদি কোন ব্যক্তি কোন নারী বা শিশুকে অপহরণের পর হত্যা করেন তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন"।

৪। ২০০০ সনের ৮নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ১০ এর উপধারা (২) এ ''নারীর" শব্দটির পরিবর্তে ''নারী ও শিশুর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে এবং ''অনধিক সাত বৎসর" শব্দগুলির পর ''কিন্তু অন□্যন দুই বৎসর" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

৫। ২০০০ সনের ৮নং আইনের ধারা ১৯ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ১৯ এর উপধারা (১) এ "হইবে" শব্দটির পর ''দাড়ির" স্থলে 'কমা' প্রতিস্থাপিত হইবে এবং ইহার পর নিম্নলিখিত শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে। যথাঃ-

> "তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের আওতায় সংঘটিত হত্যাকান্ডের ঘটনা ব্যতিরেকে স্বামী কর্তৃক স্ত্রী□র উপর সংঘটিত অন্য কোন অপরাধের বিষয়ে বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে সংঘটিত অন্য কোন অপরাধের অভিযোগে মামলা হইলে এজাহারে বর্ণিত ঘটনার সংগে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত মন্ডল ১ নং অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্যতিত পরিবারের অন্য কোন সদস্যকে মামলার তদন্ডকার্য্য সমাপ্তি অন্তে□ তাহার বা তাহাদের বির"দ্ধে প্রাইমাফেসি কেইস না পাওয়া গেলে গ্রেফতার করা যাইবে না"